পাইতাছি, আমাগো ডর লাগতাছে।'

আফা রেগে উঠতে গিয়ে নিজেও গন্ধ পান।

আফা বলেন, 'সত্যই ত বাগের গন্ধ, মনে হয় বাগ আইছে।'

বাচ্চাদের সারা ইস্কুলে চিৎকার কান্নাকাটি শুরু হয়ে যায়, সব দরোজা জানালা বন্ধ ক'রে দেয়া হয়। তাদের চিৎকার শুনে চারপাশ থেকে লোকজন ছুটে আসে।

লোকজন চিৎকার ক'রে বলে, 'তোমাগো কি হইছে, তোমরা দরজা জানলা আটকাইয়া চিক্কইর পারতাছ ক্যান, কি হইছে তোমাগো?'

বাচ্চাদের চিৎকার আরো বেড়ে যায়।

দুজন আফা এক সময় জানালা খুলে বলেন, 'আমরা সব বাগের গন্ধ পাইতাছি, মনে হয় বাগ আইছে।'

লোকজন চারদিকে তাকিয়ে কোনো বাঘ দেখতে পায় না, গন্ধও পায় না বাঘের; এমনকি কাছে দূরে একটা খাটাশও তারা দেখতে পায় না।

তারা চিৎকার ক'রে বলে, 'তোমরা মনে হয় পাগল হইছো, এইহানে বাগ আইবো কোনহান থিকা, দরজা জানলা খোলো।'

সব জায়গায়ই যে বাঘের গন্ধ পেতে শুরু করেছি আমরা, তা নয়; কোনো কোনো জায়গায় শুয়োরের গন্ধও পেতে শুরু করেছি আমরা।

ফুলঝুরিয়ার মানুষ কয়েক দিন ধ'রে শুয়োরের গন্ধ পাচ্ছিলো; প্রথম তারা অবশ্য বুঝতে পারে নি যে এই গন্ধটা শুয়োরের গায়ের গন্ধ। না বোঝার কারণ তো একটাই, তারা কখনো শুয়োরই দেখে নি; তাই তার গায়ের গন্ধ কেমন তারা জানতো না। তারা জানে শুয়োর হারাম, তাই শুয়োরের নাম উঠলেই আমরা সবাই গন্ধ পাই। কয়েক দিন ধ'রে গন্ধটা বাড়তে থাকে; এবং একজন প্রথম বলে যে গন্ধটা শুয়োরের গায়ের গন্ধ। তখন ফুলঝুরিয়ার মানুষ মাঝেমাঝে বমি করতে থাকে, অনেকে খেতে গিয়ে গন্ধে খাওয়া বন্ধ করে, নানা রকম ওষুধ খেতে শুরু করে তারা। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না কোথা থেকে আসতে পারে শুয়োরের গায়ের দুর্গন্ধ, যাতে বমি না ক'রে পারা যায় না।

তারা আশা করছিলো পাবে পবিত্র সুগন্ধ, কিন্তু শুয়োরের গন্ধে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে।

ফুলঝুরিয়ায় মাতাবন্ধবংশের আমির অধ্যাপক আলি গোলাম পদার্পণ করবেন ব'লে ঘোষণা দেয়া হয়েছে; জনগণ খুবই উদ্দীপ্ত, অনেকে নতুন টুপিও কিনেছে, দিকে দিকে ঘোষণা দেয়া হচ্ছে তাঁর পবিত্র আগমনের, দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার লাগানো হয়েছে, সোয়াবের কথা ভেবে খুশিতে ভ'রে উঠতে চাচ্ছিলো লোকজন, কিন্তু তারা শুয়োরের গন্ধ পেতে থাকে। ফুলঝুরিয়ার ঘরবাড়ি বমিতে পিচ্ছল হয়ে উঠতে থাকে, পচা টক দুর্গন্ধে ভারি হয়ে ওঠে ফুলঝুরিয়ার বাতাস; মরিচ ধান ধনেপাতা লাউয়ের দিকে তাকালেও মনে হয় তারা বমি করছে।

গন্ধ তাড়ানোর জন্যে তারা বাড়িতে বাড়িতে ধূপ জ্বালাতে শুরু করে।

যেদিন অধ্যাপক আলি গোলাম ফুলঝুরিয়ায় উপস্থিত হন, সেদিন গন্ধটা চরম রূপ ধারণ করে। আলি গোলাম ভাষণ দিতে শুরু করলে লোকজন চিৎকার ক'রে আবেদন জানাতে শুরু করে, তিনি প্রথম শুনতে পান না।

শুনতে পাওয়ার পর তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'আপনেরা চিৎকার করিছেন কেনো, আপনারা কি আবেদন করিতে চান?'

লোকজন বলে, 'হে হুজুর হে আমির, আমরা শুয়ারের গন্ধ পাইতেছি, গন্ধে টিকতে পারতেছি। আপনে আগে দোয়া পইর্যা গন্ধ খ্যাদাইয়া আমাগো বাচান।'

তিনি বলেন, 'আমি কোনো গন্ধ পাইতেছি না।'

তারা বলে, 'হে আমির, আমরা পাইতাছি।'

আলি গোলাম সারা বিকেল আর সন্ধ্যা ভ'রে সকলকে নিয়ে দোয়াদরুদ পাঠ করেন, অনেক দিন ধ'রে তিনি নিজে দোয়াদরুদ পড়েন না ব'লে দেখতে পান অনেক দোয়াই তিনি ভুলে গেছেন, তবু তিনি থামেন না; কিন্তু তাতে গন্ধ কমে না, লোকজন বলতে থাকে, 'হে আমির, আমরা গন্ধ পাইতাছি, আরও দোয়া পড়েন, গন্ধ খাইয়া যাইতাছে।' ক্লান্ত হয়ে আলি গোলাম সভা ছেড়ে দলের অফিসে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন— ঘুমোতে পারেন না, জেগে থাকেন।

পরদিন ভোর হওয়ার আগেই তিনি ফুলঝুরিয়া ছেড়ে যান, ঠিক করেন এখানে আর আসবেন না। আরো তিন চার দিন ধ'রে ফুলঝুরিয়ার মানুষ শুয়োরের গন্ধ পায়; ধীরে ধীরে গন্ধ ক'মে আসে। তারা আবার শিশুর মুখে শিশুর গন্ধ ধানক্ষেতে ধানের গন্ধ বাড়া ভাতে ভাতের গন্ধ পেতে শুরু করে।

ফুলঝুরিয়ার মানুষ বুঝতে পারে না ওই ক'দিন তারা কেনো পেয়েছিলো অমন দুর্গন্ধ। ওই গন্ধের কথা ভেবে তারা মাঝেমাঝে শিউরে ওঠে, আল্লার কাছে প্রার্থনা করে যাতে ওই গন্ধ তারা আর না পায়।

কিন্তু গন্ধ আমরা কমবেশি পাচ্ছি।

মহাজননেতার প্রিয়তমা মর্জিনা আবদুল্লার সঙ্গে চুলোচুলি রক্তারক্তি আর অন্য পারিবারিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড করার পর বাসায় ফিরেই তলবদন বেগম পানীয়র বোতল গেলাশ চারশাঁচখানা সেন্ডুলার নিয়ে শক্ত হয়ে বসেন। তাঁর মুখে আমরা জনগণরা সব সময়ই প্রোটিরেসমাস আমীর সাহেব সোনা ভাইনিটার মুখের আদল দেখতে পাই, কাগজে তার ছবি উঠলে পোলাপানরা ছবি দেখে ভয় পায় ব'লে আমরা সেই দিনকার কাগজ লুকিয়ে রাখি, তবে আল্লায় যারে যেই মুখ দিছে তা নিয়া কথা বলা ঠিক না, আমরা সেই বিষয়ে কথা বলতে চাই না, তবে এই মুহূর্তে তিনিও তাঁর মুখটা দেখলে ভয় পাইতেন। তিনি সেন্ডুলার টিপতে শুরু করেন;

কিন্তু আমাগো দেশ এমন দেশ এখানে কাফেরগো দেশ থেকে যা আসে তাই আটকে যায়, খালি পিপপিপ করতে থাকে; তিনি রেগে গোটা দুই সেলুলার ছুঁড়ে ফেলে দেন, বার তিনেক পানীয়তে চুমুক দেন। আহ্, কি সুখকর! তিনি বোধ হয় আর পলিটিকেল ফ্যামিলি ভ্যালুজ টিকিয়ে রাখতে পারছেন না; ওই বদমাইশটারে দেখাইয়া দিতে হবে। ওইটারে খোঁয়াড়ে চিরকাল আটকাইয়া রাখতে হইব, ওইখান থিকাই অরে বনানী গোরস্থানে পাঠাতে হবে।

উৎসবাদী রাজবংশের রুস্তম আলি পল্টু সাহেবকে তাঁর খুবই দরকার, তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রেই তিনি এখন ছেঁড়াফাড়া কলজেটিতে শান্তি পেতে পারেন; তবে মনে হইছে রুস্তম আলি পল্টু অইত্যান্ত ব্যস্ত আছেন, তাঁর সেলুলার তিনি আটকাইয়া রাখছেন। সেলুলার আটকাইয়া রাখনের মিনিং কী? তিনি নিজে কখন আটকাইয়া রাখেন? নিশ্চয়ই কারো লগে কোনো গোপন প্যাক্ট করতে বসছে রুস্তম আলি। পলিটিশিয়ানগুলি সবই হারামি, খালি হারামি না হারামির বাচ্চা হারামি, কার লগে যে কি কইব তার ঠিক নাই। মনোয়ার মোল্লার সঙ্গে বসলো না তো? এই ভাবনাটা আসতেই একটানে তিনি গেলাশটি শেষ ক'রে দেন; তারপর টিপতেই অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পল্টুকে পাওয়া যায়।

গুলবদন বেগম বলেন, 'ভাই, আপনেরে পাওনের থিকা আইজকাইল আল্লারে পাওনও সোজা। এক ঘণ্টা ধইর‍্যা ফোন টিপতাছি, আপনের ফোন বাজে না।'

রুস্তম আলি পল্টু বিনয়ের সঙ্গে বলেন, 'মাফ কইর‍্যা দেন ম্যাডাম, আর গালি দিয়েন না, আপনে যে আমারে খোঁজছেন এইটা আমার ভাইগ্য, একটু পর আমিই আপনেরে রিং করতাম, আপনেরে খুবই দরকার। আপনে আমাগো একজন বড় গার্জিয়ান, ওয়েল-উইশার, আপনেরে আমি কখনোই ভুলি না।'

গুলবদন বেগম বলেন, 'ভাই, আইজকাইল আমারে আর কার দরকার, আপনে পলিটিশিয়ান বইল্যা কথাটা ঘুরাই বললেন, আপনেরেই আমার দরকার। এইটা সত্য খালি পলিটিক্স না, আপনের সঙ্গে আলাপ কইর‍্যা আমি আরাম পাই।'

রুস্তম আলি পল্টু বলেন, 'ম্যাডাম, আমি সত্য কথাই বলতেছি, আপনের লগে আমি পলিটিক্স করি না, সকলের সঙ্গে পলিটিক্স করন যায় না। আপন মাইনষের সঙ্গে আবার পলিটিক্স কি।'

গুলবদন বেগম বলেন, 'আমি ফাইনাল ডিসিশন নিয়া নিছি, সেইটা আপনেরে জানানের জইন্যেই ফোন করলাম।'

রুস্তম আলি পল্টু বলেন, 'বলেন ম্যাডাম, কি ডিসিশন নিলেন? আপনের ডিসিশনের ওপর কারো কোনো কথা থাকতে পারে না।'

গুলবদন বেগম বলেন, 'আইজ থিকা আমাগো রাজবংশ দুই ভাগে ভাগ হইয়া গেছে, বাইরে কারে তা জানান হইবে না, খালি আপনে জানলেন।'

রুস্তম আলি পল্টু বলেন, 'এইটা খুবই দরকার আছিল, আপনেগো বংশে যেই

গোলমাল তাতে এক সঙ্গে থাকন ইমপসিবল। অনেক ডিজঅনেস্ট লোকে ওই বংশে ঢুইক্যা গেছে, অপরচুনিস্ট বিট্রেয়াররে আপনেগো দল গিজগিজ করতেছে।'

গুলবদন বেগম বলেন, 'আমি আপনেগো সাপোর্ট দিব, আমার সঙ্গের কমপক্ষে পচিশজন পাশ কইর‍্যা আসবো, খালি আমাগো কয়টা দাবি মিটাতে হবে।'

রুস্তম আলি বলেন, 'আপনের সব দাবিই আমরা মিটাব।'

গুলবদন বেগম বলেন, 'ওইটারে যে খোঁয়াড়ে ঢুকাইছেন সেই খোঁয়াড়েই মউত পর্যন্ত রাখতে হবে, বাইর হইতে দিবেন না; অইটা খোঁয়াড়ে থাকব নাইলে কবরে থাকব, বাইরে থাকতে দিবেন না।'

রুস্তম আলি খুশিতে ভ'রে উঠে বলেন, 'আপনে ম্যাডাম একেবারে আমাগো মহাদেশনেত্রীর মনের কথাটা বলছেন, মহাদেশনেত্রী বলেন ওইটারে আর বাইরে আসতে দেয়া হবে না, ওইখানেই ওইটা ধুইক্যা ধুইক্যা মরবো, তারপর গ্রামের বাড়িতে পাঠাই দেয়া হবে। আমাগো মহাদেশনেত্রী বলেন, ওইটা জানয়ার, ওইটারে খাচায় রাখনই ভাল।'

গুলবদন বেগম বলেন, 'হ্যা, তাই করবেন।'

রুস্তম আলি পল্টু বলেন, 'অই জানয়ারটার নিচে যে কেমন কইর‍্যা আপনে এত বছর শুইলেন অইটারে আপনার এত সুন্দর দেহখানা দিলেন, তা ভাইব্যা আমি এই বয়সেও মাঝেমাঝে কাইন্দ্যা উঠি, ম্যাডাম।'

গুলবদন বেগম বলেন, 'মাইয়ামানুষের এই কপাল, জানোয়ারগো নিচেই শুইতে হয়। তবে এই জানোয়ারটাকে শিক্ষা দিতে হইবে।'

রুস্তম আলি পল্টু বলেন, 'ম্যাডাম, দুঃখের ব্যাপার হইল বাংলাদ্যাশটা পাকিস্থান না, পাকিস্থান হইলে আগেই দেখাই দিতাম। জানেন ত ম্যাডাম, পাকিস্থানে জুলফিকার ভুট্টোরে জ্যানারেল জিয়াউল হক খালি জেলে আটকাইয়া রাখে নাই; জ্যানারেল জ্যাগে তারে প্রত্যেক রাইতে আইস্থা ডলন দিত। একে ত খাইতে দিত না, না খাইয়া খাইয়া ভুট্টু দরি দরি হইয়া যাইতেছিল, আর রাইতে এক ব্রিগেডিয়ার গিয়া ঘণ্টা দুই ধইর‍্যা আইস্থা ছ্যাচন দিত। এক রাইতে ছ্যাচনের সময় ব্যাটা মইর‍্যা যায়, আর তারে তারাতারি ফাসিতে ঝুলাই দিয়া কাগজে খবর ছাপাইয়া দেয় যে জুলফিকার ভুট্টোরে ফাসি দেয়া হয়েছে। দ্যাশটা পাকিস্থান হইলে তা করন যাইত, এই কারণেই ত পাকিস্থানরে আমরা পছন্দ করি, ওইখানে ইচ্ছামত কাম করন যায়, ওইটা কামের দ্যাশ।'

গুলবদন বেগম বলেন, 'আর মনোয়ার মোল্লার সঙ্গে কোনো প্যাক্ট করবেন না।'

রুস্তম আলি বলেন, 'ওই বদমাইশটার কথা বলবেন না, ম্যাডাম। ওইটা এক নম্বর অপরচুনিস্ট, মিনিস্টার হওন ছাড়া আর কিছু বোঝে না। ওইটা সবার লগে লাইন দিতেছে। এইবার ভাবছে ওই ইন্ডিয়াআলারা পাওয়ারে আসবো, সেই জইন্য তাগো লগে দিনরাইত পইর‍্যা আছে, ওই ব্যাটারে দেখাই দিব।'

আমাগো রাজবংশগুলি প্রচণ্ড তাণ্ডবে মহাগর্জনে ভৈরব হুংকারে আশমান জমিন কাঁপাইয়া ইসলাম প্রচার করতে লাগছেন, আমরা সাচ্চা মুসলমান হইয়া উঠছি, চোখে দিনরাইত ভেস্তদোজগ দেখতে পাচ্ছি, তবে আমরা বুঝতে পারছি না এইটা ড্যামোক্রেসির ইলেকশন না একটা নতুন ধর্ম প্রবর্তন। দুই নম্বরটা হইলেই উত্তম, ড্যামোক্রেসি দিয়া আমরা কি করুম? ড্যামোক্রেসি ধুইয়া খাইয়া কি আমরা ভেস্তে যাইতে পারুম? দুনিয়াটি কয় দিনের? পলিটিক্স, প্রধান মন্ত্রী, ড্যামোক্রেসি, ইলেকশন, এমপি, পার্লামেন্ট, পাজেরো, বনানী, গুলশান কয় দিনের?

আমাগো মনে হইছে দুনিয়ায় একটা নতুন রিলিজিয়ন আসছে, আর সেইটা নিয়া আসছেন আমাগো ড্যামোক্রেসির রাজপুরুষেরা।

যিনি কোনোদিন সালাত পড়ে নাই, দেখতে পাচ্ছি তিনি মসজিদে মসজিদে হাজার হাজার ভোটার লইয়া সালাত পড়ছেন। মসজিদ কাঁইপ্যা ওঠছে।

স্কচ পান না করলে যিনি সুস্থ থাকেন না (স্বাস্থ্যগত কারণে অনেকেরই এইরূপ হইয়া থাকে), একটু আগে যিনি স্কচ টানছিলেন (না টানলে দেশপ্রেম সংহত হইয়া জমে না), দেখতে পাই মঞ্চে উইঠাই তিনি ধর্ম প্রচার শুরু করছেন।

আমরা খালি খুশি হইতে থাকছি, ভেস্তের কথা ভাইব্যা আর জার হইছি।

মহাজননেত্রী মাথাটিকে অদ্ভুতভাবে ঢেকে (শয়তান হইতে চুল সাবধান, মাইয়ালোকের চুলের ভিতর দিয়া শয়তান ভিতরে ঢোকে) মঞ্চে উঠেই বলছেন, 'প্রিয় ভাইসব, ভাইরা আমার, বোনরা আমার, দ্যাশে আল্লারে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, আমার বংশরে ভোট দ্যান, আমরা ছাড়া আর কোনো বংশ আল্লারে চায় না। আমরাই খালি তারে চাই।'

মহাদেশনেত্রী স্টাইলে (তাঁর স্টাইলে ডেভিল আকৃষ্ট হইতে পারে) মাথা ঢেকে মঞ্চে উঠেই বলেন, 'অরা পাওয়ারে আসলে দ্যাশ থিকা ইসলাম উঠে যাবে, বিসমিল্লা লাইলাহা থাকবো না, খালি উলুর শব্দ আর মন্দিরের ঘণ্টার শব্দ শোনা যাবে, পঞ্চাশ লক্ষ হিন্দু ইন্ডিয়া থিকা রওনা করছে।'

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পল্টু তেঁজে দাঁড়িয়েই বলেন, 'ভাইসব, আপনেরা কি চান, আমি জানি আপনেরা আল্লারে চান, নামাজ পরতে চান, রোজা রাকতে চান, ভেস্তে যাইতে চান। আমরা পাওয়ারে আসলে আপনেরা আল্লারে পাইবেন, নামাজ পরতে পারবেন, রোজা রাকতে পারবেন। অরা পাওয়ারে আসলে আপনাগো ধর্ম থাকবো না, আল্লা থাকবো না, লাইলাহা থাকবো না, হিন্দুরা আইস্যা ভগবান ভগবান কালি কালি দুর্গা দুর্গা বইল্যা পুজা করবো।'

নিজামউদ্দিন আহমদ মঞ্চে উঠেই বলতে থাকেন, 'হে আল্লা, আপনের বাসনা পূর্ণ করার জইন্যই আমরা পলিটিক্স করি, ইলেকশন করি, এই জনগণ আপনের বান্দা, এই জনগণ আমাগো পাওয়ারে দ্যাকতে চায়। আল্লা, আপনেরে ছারা আমরা

আর কিছু জানি না। আমরা পাওয়ার চাই না, আল্লারে চাই।'

মনোয়ার হোসেন মোল্লা মঞ্চে উইঠাই বলেন, 'ভাইরা, আপনেরা নয় বচ্ছর ধইর‍্যা দেকছেন আমাগো মহাজননেতা ইসলাম ছারা আর কিছু বোজতেন না। ইসলামের জইন্যে তিনি আজ বন্দী হয়ে আছেন। তিনি স্বপ্ন দেখে মসজিদে গিয়া নামাজ পরতেন, তার মতন মুসলমান আর নাই। তিনি বাহির হইয়া আসলে দ্যাশে প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হইবে।'

মওলানা রহমত আলি ভিত্তি মঞ্চে উঠেই বলেন, 'মমিন মুসলমান ভাইরা, দ্যাশে ইসলাম আইজও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, আমরা চাই দ্যাশে আল্লার রাজ্য স্থাপন করতে। কাফেরগো হাত থিকা দ্যাশ উদ্ধার করতে হইব, আল্লার দ্যাশ আল্লার হাতে তুলে দিতে হইব। আমরা পলিটিক্স করি না, ড্যামোক্রেসি চাই না, আল্লার শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাই।'

বিসমিল্লা আল্লা রসুল লাইলাহা বিসমিল্লা আল্লা রসুল লাইলাহা বিসমিল্লা আল্লা রসুল লাইলাহা বিসমিল্লা আল্লা রসুল লাইলাহা বিসমিল্লা আল্লা রসুল লাইলাহা বিসমিল্লা আল্লা রসুল লাইলাহা বিসমিল্লা আল্লা রসুল লাইলাহা বিসমিল্লা আল্লা রসুল লাইলাহা বিসমিল্লা আল্লা রসুল লাইলাহা বিসমিল্লা আল্লা রসুল লাইলাহা।

আর কিছু চাই না আর কিছু দরকার নাই।

আরেকটা জিনিশ লইয়া তাঁরা খোঁচাখুঁচি করতেছেন, সেইটা আমাগো কানা কড়ি, এক পয়সার মমবাতি, আমাগো ওই স্বাধীনতা, আমাগো ওই মুক্তিযুদ্ধ।

জিনিশটার কথা আমরা ভুইল্যা যাইতেছি, ভুইল্যা থাকলেই আমরা ভালো থাকি, তবে মাঝেমইধ্যে দুইটা লইয়া একটু আধটু শরিল আর মনটারে চুলকাইয়া তাজা ক'রে তুলি, চাইরপাচ মিনিটের জইন্যে ভাল্লাগে।

মহাজননেত্রী মাঝেমইধ্যে বক্তৃতার শ্যাষে ভয়ে ভয়ে বলেন, 'আমরা স্বাধীনতা আনছি, আমরা ফ্রিডম ফাইটিং করছি, আমাগো বংশ ছারা দ্যাশ স্বাধীন হইত না।'

তিনি তাকাইয়া দেখেন লোকজন কেমন নিতাছে, স্বাধীনতার কথায় আবার তারা ক্ষেইপ্যা ওঠতাছে কি না। তাইলে তিনি এই নিয়া কথা বলবেন না। একটু অন্য রকম দেকলে তিনি আল্লাতালার কথা বলতে শুরু করেন।

মহাদেশনেত্রী বক্তৃতার শ্যাষে উঁচা গলায় বলেন, 'আমরা স্বাধীনতা ডিক্লেয়ার করছিলাম, আমরা ফ্রিডম ফাইটিং করছিলাম, অরা কইলকাতা গিয়া নাটক সিনেমা দেখতেছিল, হিন্দু মাইয়া লইয়া ঢলাঢলি করতেছিল।'

মওলানা রহমত আলি ভিত্তি বক্তৃতার শুরুতেই বলেন, 'নাইন্টিন সেভেন্টি ওয়ানে আমরা ভুল করি নাই, ওই যুদ্ধ হইছিল ইসলাম নষ্ট করনের জইন্যে, আমরা ইসলাম বাচানের জইন্যে রাজাকার হইছিলাম। আমরা না থাকলে দ্যাশে ইসলাম থাকতো না, দ্যাশ হিন্দুগো হইয়া যাইত।'

আমাগো দেশের এইখানে সেইখানে পশু না জিন না রাক্ষস না কন্ধনাইয়া না শয়তান না কিসের যেনো উৎপাত শুরু হইছে।

কিসের যে উৎপাত আমরা বুঝতে পারি না।

ওই আজব জিনিশগুলো খুবই রহস্যজনক, আমরা দেখতে পাই না, নীরবে নিঃশব্দে চ'লে যাওয়ার পর বিকট গন্ধ পাই, বিশ্রী গভীর পায়ের দাগ পাই, আর প'ড়ে থাকে তাদের ধ্বংসলীলার চিহ্ন।

অনেক সময় গন্ধেই আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসে।

পার্বতীপুরে এক সন্ধ্যায় বিকট গন্ধে লোকজন পাগল হয়ে ওঠে। এইপাশে ধানক্ষেত আর ওইপাশে রেলের ইঞ্জিনের গন্ধেই তারা অভ্যস্ত ছিলো, ওই গন্ধ তাদের নিজেদের শরীরের গন্ধের মতো মধুর লাগতো, কিন্তু হঠাৎ অন্য রকম গন্ধে তারা আঁৎকে ওঠে। রাস্তায় ছিলো যারা মাঠে ছিলো যারা বাজারে ছিলো যারা রেলস্টেশনে ছিলো যারা তারা প্রথম গন্ধ পেয়ে দৌড়ে বাসায় ফিরতে থাকে, বাইরে থাকতে পারে না। বাসায় ফিরে সব দরোজা জানালা বন্ধ ক'রে দেয়, ছিদ্রে ছিদ্রে তুলো ছেঁড়া কাপড় চট আর আর যা পায় ঢুকোতে থাকে, কিন্তু গন্ধ বন্ধ হয় না, চড়চড় ক'রে গন্ধ ঢুকতে থাকে। তারা নাক চেপে বিছানায় মাটিতে সারারাত প'ড়ে থাকে, বাথায় নাক ফুলে ওঠে। সকালের দিকে দেখে কোনো গন্ধ নেই।

সবাই রাস্তাঘাটে বলাবলি করতে থাকে, 'রাইতভর কিসের গন্ধ পাইলাম?'

কেউ ওই গন্ধের পরিচয় জানে না।

কেউ কেউ বলে, 'কোনো নতুন পশুর গন্ধ হইব। অই পশু আমরা কোনো দিন দেখি নাই।'

কেউ কেউ বলে, 'আমাগো বাড়ির পিছনে একটা পায়ের দাগ দ্যাকলাম, এমন দাগ আগে দেখি নাই।'

কেউ বলে, 'ইরিখেতে গিয়া দ্যাখলাম একটা প্যাচাইনা দাগ, খুড় আধ হাত মাটিতে ঢুইক্যা গ্যাছে।'

এইটা কি কোনো পশুর পায়ে দাগ? কেউ জানে না।

এমন প্যাঁচাইনা আর গভীর কোন পশুর খুড়? কেউ জানে না।

এইটা কি জিন? রাক্ষস? শয়তান? কেউ জানে না।

তারা পুকুরপাড়ে ধানক্ষেতে মাঠে বাড়ির পেছনে পশু না জিন না রাক্ষস না কন্ধনাইয়া না শয়তান না কিসের যেনো অদ্ভুত পায়ের দাগ দেখতে পায়, যেমন পায়ের দাগ আগে তারা দেখে নি।

শিক্রামপুরে আসে একটা অদ্ভুত পশু, তার স্বভাব অদ্ভুতভাবে অন্য রকম।

পশুটা রাতের বেলা আসে, কখন আসে কেউ দেখতে পায় না, রাতে সবার গভীর ঘুম পায়, একটা পাখিও জেগে থাকে না; ঘুমের মধ্যে শিক্রামপুরের মানুষ সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখে, সকালে ঘুম থেকে জেগে দেখে শোচনীয় দৃশ্য।

পশুটার কাজ পুরোনো কবর ভেঙে লাশের হাড়গোড় খাওয়া। ওটি পুরোনো হাড়গোড় খেতেই বেশি পছন্দ করে। তারা জানে শেয়াল কবরে আসে নতুন লাশ খেতে, কিন্তু এই পশুটা অন্যরকম; যে-সব কবর বিশ পঞ্চাশ দশ পাঁচ বছরের পুরোনো, যে-সব কবরের কথা প্রিয়জনেরাও ভুলে গেছে, পশুটা সে-সব কবর খুঁড়ে তুলে আনে হাড়গোড়, রাতভর খায়, কিছু হাড় ফেলে রেখে যায়। সকালে লোকজন উঠে দেখে কয়েকটি কবরের পাশে প'ড়ে আছে পুরোনো অপরিচিত হাড়গোড়।

লোকজন ভয় পায়, যে-প্রিয়জনদের তারা ভুলে গেছে, তাদের জন্যে বেদনা জেগে ওঠে তাদের মনে; কিন্তু তারা কী করবে বুঝে উঠতে পারে না।

তারা নানা রকম খতম পড়ায়, কিন্তু পশুটা তার কাজ ক'রে যেতে থাকে।

রসুল্লাগঞ্জের জনগণ একরাতে আক্রান্ত হয় ভয়ঙ্করভাবে।

সন্ধ্যার কাজকর্ম শেষ ক'রে খেয়ে তারা শোয়ার আয়োজন করছে, স্বামীস্ত্রীরা ছোটোখাটো ঝগড়াঝাটিগুলো মিটিয়ে নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে, এমন সময় তারা ভালুকের প্রচণ্ড গর্জনের শব্দ শুনতে পায়। ভালুকের গর্জনে ও গন্ধে তারা প্রথম ভয় পেয়ে যায়, এবং বিস্মিত হয় যে তাদের পল্লীতে ভালুক আসার কথা নয়, কয়েক শো মাইলের মধ্যে কোনো বন নেই, ভালুক এলো কোথা থেকে? একটা বাড়ি থেকে আর্ত চিৎকার উঠলে তারা বুঝতে পারে ওই বাড়িটা আক্রান্ত হয়েছে; তারা শরকি বর্শা ট্যাটা জুঁতি যার যা ছিলো, সে-সব নিয়ে বেরিয়ে ওই বাড়ির দিকে ছুটতে থাকে।

তারা এগোতে পারে না। পঞ্চাশটির মতো বিশাল বিকট লোমশ ভালুকের মুখোমুখি তাদের সমস্ত সাহস শক্তি শরকি বর্শা ট্যাটা জুঁতি নিষ্ক্রিয় হয়ে ওঠে, তারা আক্রান্ত হ'তে থাকে, ভালুকগুলো তাদের থাবায় তুলে তুলে ছিঁড়েফেড়ে ফেলতে থাকে। ঘন্টাখানেক ধ'রে সন্ত্রাস আর ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে ভালুকগুলো দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যেতে থাকে। লাশের পর লাশ প'ড়ে থাকে রসুল্লাগঞ্জ জুড়ে, সারা গ্রাম গোঙাতে থাকে কাঁদতে থাকে। সারা গ্রাম ম'রে যায়।

একরাতে বাঘ পড়ে আমাদের সারা দেশ জুড়ে।

সুন্দরবন না কোন বন থেকে দলে দলে নেমে আসতে থাকে ডোরাকাটা হলদে চকচকে প্রচণ্ড হিংস্র ভয়াবহ বাঘেরা, তারা ঢুকতে থাকে আমাদের পল্লীতে, নগরে, শহরে। তারা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আসে, ধানক্ষেত পাটক্ষেত সরষে আলু ক্ষেতের ওপর দিয়ে আসে, আমাদের আলপথ, রাজপথ, পুকুরপাড়ের পথ দিয়ে আসে, তারা নদী সাঁতরে আসে, বিলের জলাভূমির ওপর দিয়ে আসে, পুকুর খাল পার হয়ে আসে, বাঁশের পুলের ওপর দিয়ে, লোহার সেতুর ওপর দিয়ে তারা আসতে থাকে,

দলে দলে আসতে থাকে। আমরা তখন ঘুমিয়ে ছিলাম, তখন গভীর রজনী নেমেছে, কোনো কোলাহল নেই, তখন বাঘেরা আসে। আমরা কখনো প্রস্তুত নই, প্রস্তুত হওয়ার কিছু ছিলো না। আমরা প্রথম তাদের গায়ের গন্ধ পাই, অজস্র বাঘের গায়ের বন্য আদিম রক্তমাখা গন্ধে আমাদের দেশ বমি ক'রে ফেলতে চায়, আমরা বমি ক'রে ফেলতে থাকি; তারপর আমরা তাদের পায়ের শব্দ পাই, আমাদের মনে হ'তে থাকে ক্রমশ মৃত্যু এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে, মৃত্যুর পায়ের শব্দে আমরা কুঁকড়ে যাই, আমাদের গলা থেকে কোনো শব্দ বেরোয় না; তারপর তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে, তাদের মুখ দেখে নখ দেখে দাঁত দেখে থাবা দেখে আমরা আগেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ি। আমরা বল্লম শরকি ঝুঁতি ট্যাটা কোচের কথা মনে করতে পারি না, আমাদের মনে হ'তে থাকে বাঘের কাছে নিজেদের সঁপে দিলেই আমরা বাঁচবো, আমরা বাঘদের শিকার, আমরা বাঘদের খাদ্য। আমাদের শরীর থেকে রক্ত ঝরতে থাকে, আমরা গেঁথে থাকি তাদের দাঁতে, ঝুলতে থাকি, তারা আমাদের ছিঁড়তে থাকে চাটতে থাকে। হঠাৎ আমরা বাঘেদের বিকট মুখে কাদের যেনো মুখ দেখতে পাই, মুখগুলোকে চিনি আমরা, অনেকখানি চিনি, আবার মনে হয় চিনি না, অনেকখানি চিনি না। বাঘেদের মুখ থেকে মাঝেমাঝে মুখোশ স'রে যেতে থাকে, মুখগুলোকে আমরা চিনি মনে হয়, তাদের দাঁত দেখি, দাঁতে রক্ত দেখি, কষ বেয়ে রক্ত ঝরতে দেখি, জিভ দিয়ে কষ চাটতে দেখি। তাদের মুখে দাঁতে কষে টসটসে রক্ত দেখি। ওই রক্ত কাদের? ওই রক্ত আমাদের রক্তের মতো লাল আর গরম। রক্তের দিকে তাকিয়ে আমরা হাহাকার ক'রে উঠি।